মহাবোধি পালঙ্ক কথা

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

মহাবোধি পালঙ্ক কথা

উদয়ন বস্তু, অনাগত বংশ, বৌদ্ধশিক্ষা,
বৌদ্ধ গল্পমালা, দান ফলকথা, মানুষ
দেবতা ও বিজয় গিরি নাটক,
শ্রীবুদ্ধের বারমাস স্মৃতি,
অক্ষর গাথা প্রভৃতি
পুস্তক লেখক :

পণ্ডিত শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা
কবিরত্ন প্রণীত

প্রকাশক :
শ্রীমৎ শান্ত জ্যোতিঃ স্থবির
অধ্যক্ষ—রাজস্থলী মৈত্রী বৌদ্ধ বিহার
রাজস্থলী উপজেলা
পার্বত্য চট্টগ্রাম।

মহাবোধি পালঙ্ক কথা

প্রথম সংস্করণ ঃ
ফাল্গুনী পূর্ণিমা
১৩৯০ বাংলা, ১৯৮৪ ইংরেজী
২৫২৭ বুদ্ধাব্দ

মুদ্রণে ঃ
শান্তি প্রেস
৪১, কাটাপাহাড় লেইন
টেরীবাজার, চট্টগ্রাম

ব্লক ঃ
আরমান ব্লক
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

মূল্য ঃ ১০·০০ (দশ টাকা) মাত্র

আমার কথা

মহাকারুনিক শাস্তা তথাগত ভগবান গৌতম বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখতে আমি বহুদিন ধরে আশা পোষন করে আস্‌ছি। তবে চিন্তা করলাম, তার পূর্ব্বে আমাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধগণ পৃথিবীতে কোন সময়ে উৎপন্ন হয়েছিল এবং বুদ্ধের উৎপত্তির কারণ, জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়, কল্প বিবরণ,—এসব বিষয়ে সর্বসাধারণের সহজে যাতে বোধগম্য হতে পারে মোটামুটি এক নজরে বুদ্ধকে জানবার জন্যে "আমি মহাবোধি পালঙ্ক কথা" নাম দিয়ে এই বই খানা লিখতে হাত দিলাম। মহাবোধি পালঙ্কের আদি বিবরণ বিষয়ে সরল বাংলা পয়ার ছন্দে লিখে পাণ্ডুলিপি পাঠ করে শুনালে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শান্ত জ্যোতিঃ স্থবির বইখানা প্রেসে ছাপাইয়া প্রকাশ করে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তাই আমি শ্রদ্ধেয় ভান্তের নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিলাম। আমি ইতিপূর্ব্বেও কয়েকখানা বই লিখেছিলাম। ১৩৪৬ সন বাংলাতে বৌদ্ধ শিক্ষা নামক একখানা বই লিখে প্রেসে ছাপাইয়া প্রকাশ করেছিলাম। আর ১৩৬৮ বাংলা সনে উদয়ন বস্তু নামে একখানা বই লিখে, তাহা প্রেসে ছাপিয়ে ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ নর নারীগণের হাতে তোলে দিয়েছিলাম। আরও কিছু বই লিখেছি। কিন্তু ছাপাকারে প্রকাশ হয়নি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজের অধ্যাপক (বাংলা বিভাগ) শ্রীযুত বাবু নন্দলাল শর্মা প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সাহিত্যিক পুস্তকে আমি যে কয়েকটি বই লিখেছি সেই পুস্তকগুলির সুষ্ঠু সমালোচনা করে আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখেন। আমি শর্মা বাবুর নিরাময় দীর্ঘ জীবন ও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শান্ত জ্যোতিঃ স্থবির আমার লিখা-মহাবোধি পালঙ্ক কথা প্রেসে ছাপাইয়া প্রকাশ করায় আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ। আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের দ্বারা ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ নর-নারীগণের যৎকিঞ্চিৎ উপকারে আসলে আমার শ্রম সার্থক মনে করবো।

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা
গ্রন্থকার

প্রকাশকের নিবেদন

তথাগত শাস্তা মহাকারুনিক নাথ শ্রীবুদ্ধের শাসনে প্রবজিত হয়ে পাঁচ মাসের মধ্যে আমি উপসম্পদা লাভ করেছি। আজ আমার পবিত্র ভিক্ষু জীবন দশ বৎসরে পদার্পণ করতেছি। এখন আমার কর্তব্য হলো ভগবান বুদ্ধের শাসনে যখন প্রবেশ করেছি বুদ্ধের শাসন যাহাতে উজ্জ্বল হয় তাহাতে নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়া। বুদ্ধের শাসনকে রক্ষা করা হলো ভগবান বুদ্ধের অমৃতময় দেশনা বাণীকে প্রচার করা। মনে এই সংকল্প পোষণ করে আমার দায়ক শ্রদ্ধাবান উপাসক কবি কাত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যার রচিত "মহাবোধি পালঙ্ক কথা" তদ্‌সঙ্গে স্বর্গীয় কবিরাজ পমলাধন তঞ্চঙ্গ্যা রচিত "ধর্ম্মধ্বজ জাতক" বইখানা প্রেসে ছাপাইয়া প্রকাশ করতে কৃত সংকল্প হয়ে বদ্ধপরিকর হলাম। এই পুস্তক প্রচারের দ্বারা ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ নর-নারীগণের যৎকিঞ্চিৎ উপকার হলে আমার আশা পূর্ণ হবে।

শ্রীমৎ শান্ত জ্যোতিঃ ভিক্ষু

শ্রীমৎ শান্তজ্যোতিঃ ভিক্ষু

উৎসর্গ পত্র

স্বর্গীয় পিতা ৺রবিচন্দ্র বৈদ্য তথাঙ্গ্যা

স্বর্গীয় মাতা ৺ফুলজানী তথাঙ্গ্যা

তাঁহাদের পূণ্য স্মৃতি স্মরণে এই পুস্তকখানা

প্রকাশ করিয়া উৎসর্গ করিয়া দিলাম।

এই পূণ্যফল তাঁহাদের স্বর্গীয়

আত্মার হেতু হউক।

আমার নির্ব্বাণ লাভের হেতু হউক।

তোমাদের কনিষ্ঠ পুত্র—

শান্ত জ্যোতিঃ ভিক্ষু

শ্রীমৎ শান্ত জ্যোতিঃ ভিক্ষুর
সংক্ষিপ্ত জীবনী

মগাব্দ সালে বারশো ছিয়াশী মগী সন,
শান্ত জ্যোতিঃ ভিক্ষু জন্ম হইল তখন।
রাইংখং কুতুবদিয়া ছগরা ছড়া গ্রামে,
পিতা রবি চন্দ্র বৈদ্য মাতা ফুলজানি নামে।
পিতামহ ধন্য বৈদ্য তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে,
পিতামহী নিয়মধা সুনিপুনা কাজে।
শৈশবে কাঙারা নামে লোকে ডাকে তার,
শিশু কালে মাতৃহারা হইল তাহার।
পিতার ক্রোড়েতে থাকি বর্দ্ধিত হইল,
বিদ্যালয়ে লিখাপড়া সামান্য শিখিল।
ষোড়শ বৎসরে হয় বিবাহ বন্ধন,
বিয়াল্লিশ বৎসরে পত্নী হইল মরণ।
পঞ্চাশ বৎসরে তিনি প্রবজিত হন,
পঞ্চ মাসে উপসম্পদা লভিল তখন।
বুদ্ধের শাসন সদা করিতে উজ্জ্বল,
রত তিনি—আত্ম পর যাহাতে মঙ্গল।
ধর্ম্মের উন্নতি তরে কামনা করিয়া,
ধর্ম্মধ্বজ জাতক তিনি পুনঃ প্রকাশিয়া।
মহাবোধি পালঙ্ক কথা এই বইখানা,
রচনা করেছি আমি শ্রীবুদ্ধদেশনা।
বুদ্ধের দেশনা কথা করেন প্রচার,
সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি এভব সংসার।
দুর্ল্লভ প্রবজ্যা ধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ,
বুদ্ধ বাণী প্রকাশিয়া সার্থক জীবন।
সুন্দর সুদৃশ্য এক করিবুদ্ধাসন,
বহু টাকা ব্যয়ে, মিলে দায়ক দায়িকাগণ।
উৎসর্গ করেন সবে পূণ্য লাভ তরে,
পূণ্য বিনা নাহি সুখ এভব সংসারে।

ভিক্ষু ধর্ম্মে শান্তজ্যোতি দশ বর্ষ হল,
মহাবোধি পালঙ্ক কথা প্রকাশ করিল।
শান্তজ্যোতিঃ ভিক্ষুরা জীবনী লিখে দিলাম,
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা আমার নাম।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা
সন ১৩৯০ বাংলা।

শ্রীমৎ নন্দবংশ ভিক্ষুর

সংক্ষিপ্ত জীবনী

রয়সখা বৈদ্য ছিল তার গৃহীনাম,
রাইংখ্যং গাছ কাটা কূকী ছড়া মুম গ্রাম।
বাংলা তেরশত এগার সনে,
নন্দবংশ ভিক্ষু জন্মিল সেখানে
পিতা রবি চন্দ্র বৈদ্য নামে ছিল তার
মাতা ফুল জানি নামে আর।
পিতা মহ ধন্য বৈদ্য তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে,
সরল অন্তর ছিল দক্ষ সব কাজে।
বৃদ্ধ কালে রয়সখা উপাসক হল,
সাতাত্তর বৎসরে তিনি প্রবজ্যা লইল।
ভিক্ষু উপসম্পদা তবে করিল গ্রহণ,
চুরাশী বৎসর বয়স হয়েছে এখন।
পবিত্র ভিক্ষু জীবন করেন যাপন,
মঙ্গল কামনা করি ধর্ম্মীয় জীবন।
শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র লিখে জীবনী তাঁহার,
প্রবজ্যা দুর্ল্লভ জন্ম এভব সংসার।
নন্দ বংশ নাম হল ভিক্ষু হয়ে তিনি,
প্রবজ্যা গ্রহণ করে ধর্ম্ম কথা শুনি।
দুর্ল্লভ প্রবজ্যা ধর্ম্ম লভে পূণ্যবান,
মানব জীবনে নাহি কিছু পূণ্যের সমান।

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺আন্তথা তঞ্চঙ্গ্যা (কালা বৈদ্য)

স্বর্গীয় মাতৃদেবী ৺মনপুরী তঞ্চঙ্গ্যা

তাঁহাদের পূণ্যস্মৃতি স্মরণে

পরম হিতৈষী মম জনক জননী,
অমৃত সুধার ধারা স্নেহ নির্ঝরিনী।
আদর যতনে কত করে মমহিত,
আশৈশব স্নেহ ক্রোড়ে লালিত বর্দ্ধিত।
অনন্ত গুণের কথা করিয়া স্মরণ,
রচনা করেছি আমি শ্রীবুদ্ধ বচন।
"মহাবোধি পালঙ্ক কথা" বই খানি,
উৎসর্গ উদ্দেশ্যে মম জনক জননী।
মুক্ত হউক তোমাদের স্বর্গীয় আত্মার,
"নির্ব্বান লাভের হেতু হউক"
এ পূণ্য আমার।

তোমাদের স্নেহের পুত্র
'কার্ত্তিক চন্দ্র'

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

বন্দনা

নমোতস্স ভগবতো-অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

নরকের দ্বার রুদ্ধ, খুলে মোক্ষ দ্বার,
নমো-বলে সাতগিরি করে নমস্কার।

অসত্য ত্যাগিয়া বুদ্ধ সত্য পথ ধরে,
তস্স বলে অসুরেন্দ্র নমস্কার করে।

লোকপাল চারিদেব নমে ভগবতো,
দেব রাজইন্দ্র বন্দে বলি অরহতো।

সম্যক সম্বুদ্ধ বন্দে ব্রহ্ম সহম্পতি,
শ্রীবুদ্ধ চরণে বন্দি সাষ্টাঙ্গে প্রণতি।

স্বয়ং বুদ্ধ প্রকাশিল যেই ধর্ম্ম কথা,
আচরণে মোক্ষ লাভ হয় লোকে যথা।

কালাকাল নাহি, ধর্ম্ম করেন ধারণ,
নির্ব্বাণ সোপান ধর্ম্ম করি আচরণ।

যেই ধর্ম্ম আচরণে জীবের উদ্ধার,
ভক্তিভাবে সেই ধর্ম্ম করি নমস্কার।

বুদ্ধের শ্রাবক সংঘ সুপথে চালিত,
শ্রীবুদ্ধের নীতি ধর্ম্ম করেন পালিত।

অনুত্তর পূণ্যক্ষেত্র ভিক্ষু সঙ্ঘগণ,
চরণে বন্দনা করি হয়ে ভক্তি মন।

মাতা, পিতা, গুরুবন্দনা

দশ মাস দশ দিন করিয়া ধারণ,
উদরেতে কত কষ্টে করি সংরক্ষণ।

প্রসবিয়া দুগ্ধদানে করেন পোষণ,
মনে প্রাণে সাবধানে করিয়া যতন।

এহেন জননী মাতা চরণে তাহার,
ভক্তিভরে মাতৃপদে বন্দি বার বার।

শিশুকালে পুত্রে পিতা কত সমাদরে,
লালন, পালন, ভরণ পোষণ করে।

বাল্যকালে শিক্ষাদান, জ্ঞানদান আর,
পিতাতুল্য উপকারী কে আছে সংসারে।

পিতার অনন্ত গুণ কে শোধিতে পারে,
পিতার চরণে বন্দি হাত জোড় করে।

যেই গুরু উপদেশে সংজ্ঞান আমার,
শিক্ষা গুরু, দীক্ষা গুরু এ ভব সংসার।

যেই গুরু শিক্ষা দিল অক্ষরে আমায়,
স্বভক্তি বন্দনা করি সেই গুরু পায়।

গুণি, জ্ঞানি আছে যত কুল জ্যেষ্ঠগণ,
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র বন্দে হয়ে ভক্তিমন।

মহাবোধি পালঙ্ক কথা

মহাবোধি পালঙ্কের আদি বিবরণ,
একা মনে ভক্তি ভাবে শুন সাধুগণ।
শ্রীবুদ্ধ দেশনা কথা অমৃত সমান,
শ্রবণে বুদ্ধের বাণী, সেই পূণ্যবান।
ধর্ম্মাসনে বসি বুদ্ধ করিল দেশনা,
বঙ্গভাষে পয়ারেতে করিব রচনা।
প্রকৃতির লীলা খেলা এ ভব সংসার,
অগ্নি, জল, বায়ু দ্বারা ধ্বংস হয় তার।
সৃষ্টি ও প্রলয় ঘটে প্রকৃতির খেলা,
কেবা সৃষ্টিকর্তা—কেবা করে ধ্বংসলীলা।

বৃথা চিন্তা করা মাত্র এই সব তাহা,
দেশনা করে বুদ্ধ অচিন্তনীয় ইহা।

অগ্নি, জল, বায়ু এই ত্রিবিধ কারণ,
পৃথিবী প্রলয়-সৃষ্টি হয় সংগঠন।

অগ্নি দ্বারা এ পৃথিবী ধ্বংস যদি হয়,
আভাসর ব্রহ্মলোক নিম্নে স্থিতি রয়।

জল দ্বারা এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়,
শুভকিন্ন ব্রহ্মলোক নিম্নভাগ প্রায়।

বায়ু দ্বারা এ পৃথিবী ধ্বংস যদি হলে,
বেহ্পফল ব্রহ্মলো নিম্নভাগ তলে।

সম্যক সম্বুদ্ধ শাস্তা বলে ভগবান,
বুদ্ধের আদেশ মানে যতদূর স্থান।
কোটি শত সহস্র যে চক্রবাল প্রায়,
সমস্তই এক সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায়।
অগ্নি, জল, বায়ু দ্বারা পৃথিবী সৃজন,
ভাঙ্গাগড়া—এ জগত উত্থান পতন।
বার বার এ পৃথিবী সৃষ্টি ও প্রলয়,
কল্প কল্পান্তরে এক মহাকল্প হয়।
আয়ু হ্রাস, আয়ু বৃদ্ধি কালে হয় গতি,
জন্ম-মৃত্যু-ধ্বংস-সৃষ্টি এই বিশ্ব রীতি।
মনুষ্য পরমায়ু দশ বৎসর হলে,
দশ হ'তে পরমায়ু অসংখ্য বাড়িলে।
অসংখ্য হইতে নামি দশ বৎসর হয়,
অন্তর কল্প বলে সেই সুদীর্ঘ সময়।
সেরূপ বিশ্ব অন্তরকল্পে দীর্ঘ যত হবে,
এক অসংখ্যের কল্প বলে ইহা তবে।
সেই চারি অসংখ্যের কল্প যদি হলে,
এক মহাকল্প তাহা বৌদ্ধ শাস্ত্রে বলে।
এক মহাকল্পে হয় চারি অংশ তাহা,
সংবর্ত-সবর্তস্থায়ী দুই অংশ ইহা।
বিবর্ত্ত, বিবর্ত্তস্থায়ী, চারিভাগে তার,
মহাকল্প চারি অংশে ঘটে কি প্রকার।
প্রথমে সংবর্ত্ত অংশে প্রলয় ঘটন,
দ্বিতীয়ে সংবর্ত্ত স্থায়ী ধ্বংসস্থিতি হন।
তৃতীয়ে বিবর্ত্ত অংশে পৃথিবী সৃজন,
চতুর্থে বিবর্ত্ত স্থায়ী স্থিতি সংগঠন।

এইরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ঘটন,
অনাদি কাল হইতে যাহা চিরন্তন।
অনন্তকাল ব্যাপিয়া চলিবে যে খেলা,
অগ্নি, জল, বায়ু দ্বারা ধ্বংস, সৃষ্টি লীলা।
শ্রীবুদ্ধ দেশনা কথা প্রকাশিল যাহা,
চলিতেছে চক্রবৎ চলিবে যে তাহা।
যেই কল্পে ভবে বুদ্ধ উৎপন্ন হইবে,
পৃথিবী সৃজনকালে পালঙ্ক উঠিবে।
পালঙ্কে ফুটিবে পদ্ম জলের উপর,
যে পালঙ্কে বসি বুদ্ধ হবে অতঃপর।
কোন কল্পে কত বুদ্ধ আবির্ভাব হবে,
যেই কল্পে তত পদ্ম পালঙ্কে ফুটিবে।
প্রথমে আরম্ভ যদি পৃথিবী সৃজন,
জলের উপরে পালঙ্ক যে উঠিবে তখন।
অগ্নি তাপে দুধে জাল দিলে যেই মত,
উপরে দুধের সার ভাসিবে সতত।
যেই কল্পে পালঙ্কেতে পদ্ম না ফুটিবে,
শূন্য কল্প নামে ইহা বুদ্ধ না হইবে।
পৃথিবী সৃজনকালে পালঙ্ক প্রথম,
পালঙ্কেতে পদ্ম গাছ হইবে উত্তম।
পদ্ম গাছে পদ্ম ফুল পালঙ্কে ফুটিবে,
অশূন্য কল্পেতে ভবে যত বুদ্ধ হবে।
সার কল্প, মণ্ড কল্প, বর কল্প আর,
সার মণ্ড কল্প হয় এ চারি প্রকার।
মহা ভদ্র কল্প নামে হয় পঞ্চমেতে,
অশূন্য কল্পেতে বুদ্ধ উৎপন্ন জগতে।

জগৎ উৎপত্তিকালে পালঙ্ক উঠিবে,
পালঙ্কেতে পদ্মফুল প্রথমে ফুটিবে।
যেই কল্পে এক পদ্ম পালঙ্কে ফুটিলে,
সেই কল্পে এক বুদ্ধ হবে ধরাতলে।
দুই পদ্ম যদি ফুটে দুই বুদ্ধ হবে,
তিন পদ্ম ফুটে যদি তিন বুদ্ধ ভবে।
চারি পদ্ম ফুল যদি ফুটিবে যখন,
সেই কল্পে চারি বুদ্ধ উৎপন্ন তখন।
পঞ্চ পদ্ম ফুল যদি পালঙ্কে ফুটিবে,
সেই কল্পে পঞ্চ বুদ্ধ উৎপন্ন হইবে।
মহাবোধি পালঙ্কের সৃষ্টি হয় ভবে,
যে পালঙ্কে বসি বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লভে।
সম্যক সম্বুদ্ধ হয় যে পালঙ্কে বসি,
মহাজ্ঞানী বুদ্ধ লভে দিব্য ষড় রশ্মি।
সার কল্পে এক বুদ্ধ আবির্ভাব হয়,
মণ্ড কল্পে দুই বুদ্ধ হইবে নিশ্চয়।
বর কল্পে তিন বুদ্ধ উৎপন্ন হইবে,
সার মণ্ড কল্পে চারি বুদ্ধ হবে ভবে।
মহা ভদ্রকল্পে পঞ্চ বুদ্ধ হবে আর,
কোটি কোটি প্রানীগণ করিবে উদ্ধার।
দেশনা করিল ইহা বুদ্ধ ভগবান,
মহা ভদ্র কল্প কাল চলে বর্তমান।
এই কল্পে পঞ্চ বুদ্ধ হইবে ধরায়,
ভদ্র কল্পে চারি বুদ্ধ গত হয়ে যায়।
প্রথমে ককুসন্ধ বুদ্ধ ভদ্র কল্পে ভবে,
দ্বিতীয়ে "কোণাগম" বুদ্ধ হল তবে।

তৃতীয়ে কাশ্যপ বুদ্ধ ভবে গত হন,
চতুর্থে গৌতম বুদ্ধ শাসন এখন।
পঞ্চমেতে এক বুদ্ধ হবে ধরা তলে,
আর্য্য মৈত্রী বুদ্ধ নামে অনাগত কালে।
গত হয়ে যাবে যদি গৌতম শাসন,
মানুষের পরমায়ু কমিবে তখন।
পাপ হেতু নর আয়ু ক্রমে কমে যাবে,
মানুষের পরমায়ু দশ বর্ষ হবে।
পশু সম নরাধম হইবে তখন,
হিংসার আগুনে ধ্বংস হবে নরগণ।
কোটি মধ্যে একজন রবে পুণ্যবান,
ধ্বংস লীলা মধ্যে তারা রক্ষা পাবে প্রাণ।
নরনারী রবে যারা বিবাহ বন্ধনে,
বিশ বর্ষ আয়ু হবে পুত্র কন্যাগণে।
বিশ হতে ক্রমে আয়ু বাড়িবে যখন,
অসংখ্য নরের আয়ু হইবে তখন।
অসংখ্য বাড়িয়া আয়ু ক্রমশঃ কমিবে,
অশীতি হাজার বর্ষ—নর আয়ু হবে।
আর্য্য মৈত্রী বুদ্ধ হবে ভবে যেই কালে,
ভদ্র কল্পে পঞ্চ বুদ্ধ বৌদ্ধ শাস্ত্রে বলে।
গৌতম বুদ্ধের পূর্বে ত্রিপিটক মতে,
পারামি পূরিতে ভবে সাতাইশ বুদ্ধ গতে।
তৃষ্ণাঙ্কর, মেধাঙ্কর, বুদ্ধ দুই আর,
সরণঙ্কর, দীপঙ্কর, চারি বুদ্ধ সার।
যে কল্পে গৌতমবুদ্ধ সুমেধ নামেতে,
ঋষি প্রব্রজিত হয়ে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।

দীপঙ্কর বুদ্ধে তিনি করি দরশন,
বুদ্ধত্ব প্রার্থনা তিনি করিল তখন।
দীপঙ্কর বুদ্ধ তাকে বুদ্ধ বর দিল,
সে হতে গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব হল।
যার কল্পে এক বুদ্ধ কৌণ্ডন্য নামেতে,
তখন গৌতম বোধিসত্ত্ব জন্মিল জগতে।
বিজেতার নামে হল চক্রবর্ত্তী রাজা,
চারি দ্বীপে রাজ্য করি সুখে পালি প্রজা।
সার মণ্ড কল্পে চারি বুদ্ধ হল ভবে,
মঙ্গল, সুমন, রেবত, শোভিত, তবে।
মঙ্গল বুদ্ধের কালে গৌতম বোধিসত্ত্ব,
সুরুচি ব্রাহ্মণ ছিল জানি জ্ঞান তত্ত্ব।
সুমন বুদ্ধের কালে বোধিসত্ত্ব ছিল,
অতুল নামক নাগ রাজা জন্ম হল।
রেবত বুদ্ধের কালে গৌতম তখন,
অতি দেব নামে এক ছিলেন ব্রাহ্মণ।
শোভিত বুদ্ধের কালে গৌতম বোধিসত্ত্ব,
সুজাত ব্রাহ্মণ ছিল শিখি জ্ঞান তত্ত্ব।
বরকল্পে তিন বুদ্ধ হল ধরাতলে,
গৌতম বোধিসত্ত্ব যে হল সেইকালে।
অনোমদর্শী বুদ্ধ কালে বোধিসত্ত্ব জান,
কোটি যক্ষের মহেশ্বর মহা ঋদ্ধিবান।
পদুম বুদ্ধের সময়ে সিংহ জন্ম নিল,
নারদ বুদ্ধের সময়ে জটাধারী ঋষি হল।
পরে একসার কল্পে বুদ্ধ পদ্মোত্তর,
সে সময়ে বোধিসত্ত্ব জটিক নাম ধর।

সাধারণ রাষ্ট্রীয় যে লোক তিনি ছিল,
মণ্ড কল্পে তুই বুদ্ধ উৎপন্ন হইল।
সুমেধা বুদ্ধ কালে গৌতম তখন,
উত্তর নামেতে ধনী আশি কোটি ধন।
সেই ধন বোধিসত্ত্ব সব দান দিল,
তারপরে গৃহত্যাগী প্রবর্জিত হল।
সুজাত বুদ্ধ ভবে সময়ে তখন,
বোধিসত্ত্ব মহারাজা চক্রবর্ত্তী হন।
চারি মহাদ্বীপ আর সপ্ত রত্ন তার,
শ্রীবুদ্ধকে দান তিনি করিল সে বার।
বর কল্পে তিন বুদ্ধ হল ধরাধামে,
প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী, ধর্ম্মদর্শী নামে।
প্রিয়দর্শী বুদ্ধ ভবে হইল যখন,
বোধিসত্ত্ব কাশ্যপ নামে ছিলেন ব্রাহ্মণ।
কোটি সহস্র ব্যয়ে করি বিহার নির্ম্মাণ,
শ্রীবুদ্ধকে সংঘরাম করিলেন দান।
বর কল্পে অর্থদর্শী বুদ্ধের সময়,
বোধিসত্ত্ব সে সময়ে প্রবজিত হয়।
সুসীম তাপস নামে মহা ঋদ্ধিবান,
পারিজাত পুষ্প আনি বুদ্ধে করে দান।
শ্রীগৌতম বোধিসত্ত্ব পারাসী পুরিতে,
দান করে যত বুদ্ধ পাইল জগতে।
ধর্ম্মদর্শী বুদ্ধ ভবে হয়েছিল যবে,
বোধিসত্ত্ব, দেবরাজ ইন্দ্র ছিল তবে।
সারকল্পে এক বুদ্ধ সিদ্ধার্থ নামেতে,
বোধিসত্ত্ব মঙ্গল তাপস সে কালেতে।

মত্ত কল্পে তিষ্য, পুষ্য বুদ্ধ দুই ভবে,
তিষ্যবুদ্ধ কালে গৌতম বোধিসত্ত্ব তবে।
সুজাত নামে ক্ষত্রিয় মহারাজা ছিল,
পারিজাত পুষ্প এনে শ্রীবুদ্ধে পূজিল।
ফুস্স বুদ্ধ সময়ে বোধিসত্ত্ব ছিল,
বিজীতাবী মহারাজা নরকুলে হল।
মহারাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তখন,
বুদ্ধের কাছে প্রবজ্যা করিল গ্রহণ।
সারকল্পে বিপস্সী এক বুদ্ধ ভবে,
অতুল নামে বোধিসত্ত্ব নাগরাজা তবে।
বোধিসত্ত্ব নাগরাজা মহাঋদ্ধিবান,
স্বর্ণময় পীঠ বুদ্ধে করিলেন দান।
মণ্ডকল্পে শিখী ও বিশ্বভূ বুদ্ধ ছিল,
দশকল্পে বিশবুদ্ধ উৎপন্ন হইল।
শিখীবুদ্ধ কালে ভবে বোধিসত্ত্ব ছিল,
অরিন্দম মহারাজা নরকুলে হল।
সচীবর, সপ্তরত্ন মণ্ডিত যে যান,
হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, বুদ্ধে দিল দান।
বিশ্বভূনামেতে বুদ্ধ—ভবে হল যবে,
বোধিসত্ত্ব সে সময়ে রাজা হল তবে।
সুদর্শন নামে রাজা তখন হইল,
শ্রীবুদ্ধকে চীবরাদি মহাদান দিল।
দশকল্পে বিশ বুদ্ধ উৎপন্ন হইল,
তারপরে উনত্রিশ কল্প শূন্য কল্প ছিল।
শূন্য কল্পে কোন বুদ্ধ উৎপন্ন না হয়,
ঋষি ধর্ম প্রচলিত হয় সে সময়।

ঊনত্রিশ শূন্যকল্প গত হয়ে গেল,
পরে মহাভদ্র কল্প আরম্ভ হইল।
ভদ্র কল্পে পঞ্চবুদ্ধ আবির্ভাব হবে,
চারি বুদ্ধ গত হল, আছে এক ভবে।
ককুসন্ধ, সার্থবাহ, কল্পের প্রথমে,
কোণা গমন রণজয় বুদ্ধ ধরা ধামে।
কাশ্যপ শ্রীসম্পন্ন মহাযশ বান,
গৌতম শাক্য পুঙ্গব, শাসন বর্তমান।
ককুসন্ধ বুদ্ধ কালে গৌতম তখন,
ক্ষেম নামে ছিল এক ক্ষত্রিয়রাজন।
সচীবর ভৈষর্য্যাদি করিয়া প্রদান,
প্রবজিত হল রাজা বুদ্ধে দিয়ে দান।
কোণাগমন বুদ্ধ ভবে হইল যখন,
বোধিসত্ত্ব সে সময়ে ক্ষত্রিয় রাজন।
পর্ব্বত নামক রাজা মহা বলবান,
নানা বস্ত্র খাদ্য ভোজ্য বুদ্ধে দিল দান।
কাশ্যপ বুদ্ধের কাল শাসন যখন,
বোধিসত্ত্ব সে সময়ে ছিলেন ব্রাহ্মণ।
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ মহাজ্ঞানী ছিল,
ত্রিপটক সুশিক্ষিত প্রবজিত হল।
অনাগতে হবে বুদ্ধ আর্য্য মৈত্রী নামে,
বুদ্ধ রাজা বলিনাম হবে ধরাধামে।
আর্য্য মৈত্রী বুদ্ধ কথা অপূর্ব কথন,
অনাগত বংশে আছে সেই বিবরণ।
গৌতম বুদ্ধের কথা শুন পূণ্যবান,
শ্রীবুদ্ধ দেশনা বাণী অমৃত সমান।

বর্তমানে চলে জান গৌতম শাসন,
সংক্ষেপে জীবনী কথা করিব বর্ণন।
মাতা মায়াদেবী, পিতা শুদ্ধোধন নাম,
শাক্যবংশ রাজা তিনি কপিলবস্তু ধাম।
তুষিত পুরীতে গৌতম বোধিসত্ত্ব ছিল,
দেবগণ প্রার্থনাতে মর্ত্যেতে জন্মিল।
গৌতম বুদ্ধের কথা শুন বিবরণ,
সংক্ষেপে জীবনী কিছু করিব বর্ণনা।
পূর্বে তিনি নানা যোনি ভ্রমন করিল,
পাঁচশত পঞ্চাশ জন্ম পারামী পূরিল।
জন্ম জন্মান্তরে ভবে করিয়া সাধন,
ত্রিশ পারামিতা তবে করিল পূরণ।
রাজা, শ্রেষ্ঠি, নানা যোনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
বিশ্বন্তর জন্ম শেষে তুষিত স্বর্গেতে।
ছাপ্পান্ন কোটি ষাট লক্ষ বৎসর,
তুষিত স্বর্গেতে বসে করি অতঃপর।
বুদ্ধ হয়ে ধরাধামে জীব মুক্তি তরে,
দেব ব্রহ্মগণ মিলি প্রার্থনা যে করে।
দেবগণ প্রার্থনাতে করি অঙ্গিকার,
মর্ত্ত্যে গিয়ে জীবগণ করিবে উদ্ধার।
তার পূর্ব্বে করে তিনি পঞ্চ বিলোকন,
বুদ্ধত্ব লভিতে ভবে সময় কখন।
পূর্ব্ব বিদেহ, অপর গোয়ান, জম্বু দ্বীপ,
উত্তর কুরুসহ মর্ত্ত্যে আছে চারি দ্বীপ।
কোন দ্বীপে জন্ম নিল পূর্ব্ব বুদ্ধগণ,
কোন বংশে জন্ম হবে করেন চিন্তন।

কার ঔরসে, কার গর্ভেতে জনম লভিবে,
কোন দেশে জন্ম তিনি গ্রহণ করিবে।
হেরিল সময় হল উপযুক্ত তবে,
বুদ্ধরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হবে।
জম্বু দ্বীপে জন্মলাভ পূর্ব্ব বুদ্ধগণ,
জম্বু দ্বীপে জন্মলাভ করিবে তখন।
নিষ্কলঙ্ক শাক্য বংশ কপিল নগরে,
শুদ্ধোধন মহারাজা সুখে রাজ্য করে।
পতিব্রতা পূণ্যশীলা মহামায়া রাণী,
প্রধানা মহিষী তার সতীনারী তিনি।
পূণ্যবান শুদ্ধোধন ঔরসে তাঁহার,
পূণ্যবতী মায়া গর্ভে জন্মিব এবার।
বৈশাখী পূর্নিমা তিথি অতি শুভদিনে,
স্বপ্নযোগে প্রতিসন্ধি নিল শুভক্ষণে।
মায়াদেবী রাত্রে স্বপ্ন হেরিল তখন,
স্বর্গ হতে চারিজন এসে দেবগণ।
রাণীকে পালঙ্ক সহ বহন করিয়া,
হিমালয় শৃঙ্গদেশে লইল চলিয়া।
শ্বেত হস্তী এক তথা আসিয়া তখন,
শুন্ডে লয়ে শ্বেত পদ্ম করিয়া ধারণ।
সপ্তবার রাণীমাকে প্রদক্ষিণ করে,
প্রবেশ করিল হস্তী রাণীর জঠরে।
স্বপ্নে রাণী গর্ভবতী হইল তখন,
দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ তবে ডাকিল রাজন।
গণাপড়া করি বলে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
এই গর্ভে মহারাণী জন্মিবে নন্দন।

চক্রবর্ত্তী রাজা হয়ে জগতে পালিবে,
কিম্বা যদি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে।
তাহা হলে মুক্তি পথ দেখায়ে সংসার,
বুদ্ধ হয়ে করিবেন জীবের উদ্ধার।
দশ মাস গর্ভপূর্ণ হইল যখন,
পিত্রালয়ে যেতে রাণী বাসনা তখন।
সখীসহ পিত্রালয়ে গমন করিতে,
প্রসব বেদনা রাণী হইলেন পথে।
পিতৃরাজ্য সীমা—নিজ সীমা মধ্যস্থানে,
উপনীত হল যবে লুম্বিনীর বনে।
বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি অতি শুভক্ষণে,
জগত গুরু জন্ম নিল লুম্বিনীর বনে।
বুদ্ধ যদি জন্ম নিল জগত সংসারে,
মহানন্দে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করে।
জন্ম মাত্র সপ্তপদ অগ্রসর হল,
পদতলে সপ্তপদ্ম তখন ফুটিল।
আমি শ্রেষ্ঠ আমি জ্যেষ্ঠ করিল ঘোষণা,
দেব ব্রহ্মগণ এসে করেন অর্চ্চনা।
শুদ্ধোধন বার্তা শুনে আনন্দ অপার,
অকাতরে খুলে দিল রাজার ভাণ্ডার।
মহাসমারোহে রাজা পুত্র ঘরে নিল,
সপ্ত দিনে মায়াদেবী স্বর্গে চলি গেল।
কপিল পুরে পরে গেল হাহাকার ধ্বনি,
শুদ্ধোধন মুখে শুধু কোথায় গেল রাণী।
নূতন অতিথি শিশু রাজার নন্দন,
বিমাতা গৌতমী দেবী করেন পালন।

যাহারা জনমে রাজা হইল কৃতার্থ,
তার উপযুক্ত নাম রাখিল সিদ্ধার্থ।
বিমাতা গৌতমী দেবী মহা প্রজাপতি,
গৌতম রাখিল নাম হরষিত মতি।
শাক্যকুলে জন্ম নাম হবে শাক্যমনি,
তথাগত নাম হবে বুদ্ধ মহাজ্ঞানী।
সম্যক সম্বুদ্ধ হবে জ্ঞানীর প্রধান,
এ জগতে জ্ঞানী নাই বুদ্ধের সমান।
পঞ্চম দিবসে নাম তাহার রাখিল,
দর্শন করিতে ঋষি দেবল আসিল।
শিশুটিকে প্রণিপাত করিল তখন,
ঋষির মস্তকে তুলি করিল ক্রন্দন।
শুদ্ধোধন জিজ্ঞাসিল ক্রন্দন কারণ,
ঋষি বলে শিশু—বুদ্ধ হইবে যখন।
থাকিবনা আমি ভবে সময় তখন,
সেই হেতু শিশু হেরি করেছি ক্রন্দন।
সিদ্ধার্থের সপ্ত বর্ষ বয়স যখন,
বিশ্বামিত্র আচার্য্যের নিকটে তখন।
বিদ্যা শিক্ষা করিলেন কুমার সিদ্ধার্থ,
বেদ, কলা, ধনুবিদ্যা, নানা জ্ঞান তত্ব।
যশোধরা গোপা নামে দণ্ড পানি সুতা,
রূপসী, বিদুষী নম্রা সর্ব্বগুণান্বিতা।
সিদ্ধার্থ অশোক ভাণ্ড করি বিতরণ,
অশোক ভাণ্ড নিতে গোপা উপস্থিত হন।
কুমার সিদ্ধার্থ যদি করিল দর্শন,
তাহাদের চারি চক্ষু হইল মিলন।

গোপার রূপ যদি সিদ্ধার্থ হেরিল,
বিবাহের প্রস্তাবেতে সম্মত হইল।
ধনু বিদ্যা সুনিপুন করি প্রদর্শন,
ষোড়শ বৎসরে হল বিবাহ বন্ধন।
যশোধরা গোপাদেবী ছিল রাজসুতা,
পতিব্রতা সতী নারী বহুগুণ যুতা।
গৃহী ধর্ম্মে কিছুকাল করিল যাপন,
রাহুল নামেতে এক জন্মিল নন্দন।
সারথী ছন্দক সহ ভ্রমিতে নগর,
চারি দৃশ্য হল তার নয়ন গোচর।
রোগী, বৃদ্ধ, মৃত্যু, ভিক্ষু যখন হেরিল,
বৈরাগ্যের ভাব মনে উদয় হইল।
আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি উনত্রিশ বৎসরে,
কণ্টক অশ্বকে লয়ে গৃহত্যাগ করে।
ত্রিশ যোজন সে পথ অতিক্রম হলে,
সিদ্ধার্থ পৌঁছিল গিয়া অনুমার কূলে।
মস্তকের কেশ তথা করিল ছেদন,
সেই কেশ উর্দ্ধাকাশে করে নিক্ষেপন।
দেবরাজ ইন্দ্র তাহা করিয়া যতন,
চুলামনি নামে চৈত্য করেন স্থাপন।
রাজ আবরণ ছাড়ে কেশ ছেদন শেষে,
ত্রিচীবর করে দান মহাব্রহ্মা এসে।
কুমার সিদ্ধার্থ তবে সন্ন্যাসী সাজিল,
সারথী ছন্দকে ঘরে ফিরাইয়া দিল।
মল্ল দেশে অনুপিয় তাম্র বনে গেল,
সে স্থানে সপ্তাহ বাস সিদ্ধার্থ করিল।

তারপরে রাজগৃহে করিল গমন,
বিম্বিসার রাজা তাকে বলিল তখন।
পুনঃবার গৃহী ধর্ম্ম করিতে গ্রহণ,
অনুরোধ করিলেন মগধ রাজন।
আরাড় কালাম নামে সন্ন্যাসী নিকটে,
রুদ্রক রাম পুত্র দুই আচার্য হতে।
যোগাভ্যাস শিক্ষা কিছু সিদ্ধার্থ করিল,
দুই গুরু উপদেশ অনাস্থা হইল।
সিদ্ধার্থ উরু বিল্লায় করিল গমন,
পঞ্চবর্গীয়দের সাথে হইল মিলন।
কৌণ্ডিন্য, ভদ্রিয়, বপ্র, মহানাম আর,
অশ্বজিত এই পঞ্চ শিষ্য হল তার।
পঞ্চ শিষ্য সেবা যত্নে সিদ্ধার্থ তখন,
ক্রমে করে ছয় বর্ষ কঠোর সাধন।
সিদ্ধার্থের কঠিন তপস্যা অনাস্থা দর্শনে,
পঞ্চ শিষ্য চলে গেল মৃগদায় বনে।
বারানসী মৃগদায় নামেতে তখন,
ঋষিগণ থাকে, তাই ঋষি পত্তন।
সিদ্ধার্থ—কঠোর তপস্যাতে করি ধ্যান,
ছয় বৎসরেতে নাহি পেল বোধিজ্ঞান।
বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি সিদ্ধার্থ তখন,
নৈরঞ্জনা নদী জলে করি অবগাহন।
সুজাতার পায়সান্ন করেন ভোজন,
পুনঃবার ধ্যানে বসি হইল মগন।
বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে করি পূর্ণ ধ্যান,
মহাবোধি পালঙ্কেতে লভে বোধি জ্ঞান।

সর্ব্ব তৃষ্ণা ধ্বংস হল করে মার জয়,
সম্যক সম্বুদ্ধ বুদ্ধ হল সে সময়।
দিব্য চক্ষু, দিব্য জ্ঞান, লভিল যখন,
পাইল নির্বাণ, বহু সাধনার ধন।
যে পালঙ্ক মহাবোধি বৃক্ষতলে উঠে,
সপ্তদিন ধ্যানসুখে রহে পালঙ্কেতে।
যেই বোধিদ্রুম মূলে বুদ্ধত্ব লভিল,
সাত দিন অনিমেষ দর্শন করিল।
সপ্তদিন করিলেন তথা চঙ ক্রমণ,
তারপরে রত্ন ঘর দিল দেবগণ।
রত্ন ঘরে সাত দিন সুখে করি ধ্যান,
অজপাল বৃক্ষমূলে করে অবস্থান।
সপ্তদিন সেইখানে ধ্যান সুখে রহে,
সপ্তদিন মুচলিন্দ নাগরাজ দেহে।
রাজ আয়তন বৃক্ষমূলে সপ্তদিন,
ক্রমাগত রহে বুদ্ধ উনপঞ্চাশ দিন।
তপুষ, ভল্লিক, বণিক দুই জন,
বৃক্ষমূলে শ্রীবুদ্ধকে করিল দর্শন।
বুদ্ধরূপ হেরি দোহে অতি শ্রদ্ধা হল,
ঘৃত, মধু সংমিশ্রণে ছাতু দান দিল।
শ্রীবুদ্ধের উপদেশ করিয়া শ্রবন,
শ্রদ্ধাবান উপাসক হইল তখন।
ব্রহ্মদেশীয় দুই বণিক সুজন,
বুদ্ধের মস্তক কেশ করিল গ্রহণ।
শ্রদ্ধা ভক্তি করি কেশ নিজ দেশে নিল,
রেঙ্গুনে সুবর্ণ মন্দির স্থাপন করিল।

সারনাথে বুদ্ধ তবে করিল গমন,
সেইখানে আছে তার পঞ্চশিষ্যগণ।
পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণ রয়েছে তাঁহার,
বুদ্ধের অমৃত ধর্ম্ম করিতে প্রচার।
পঞ্চশিষ্য বারানসী সারনাথে ছিল,
দিব্যজ্ঞানে বুদ্ধ তাহা দর্শন করিল।
আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি বুদ্ধ ভগবান,
বারানসী সারনাথে গেলেন তখন।
শ্রীবুদ্ধকে পঞ্চশিষ্য যখন হেরিল,
পঞ্চশিষ্য এসে বুদ্ধে বন্দনা করিল।
তথাগত বুদ্ধ কহে শুন শিষ্যগণ,
মধ্যম প্রতিপদ ধর্ম্ম কর আচরণ।
ধর্ম্মচক্র প্রবর্তন দেশনা করিল,
চারি আর্য্য সত্য ধর্ম্ম বুদ্ধ প্রচারিল।
আর্য্য অষ্টমার্গ পথ মুক্তির সোপান,
ধর্ম্মচক্র প্রবর্তন ভাষে ভগবান।
জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এ ভব সংসার,
চারি আর্য্য সত্য ভবে দুঃখ পারাবার।
দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করিবার তরে,
চল সবে আর্য্য অষ্টমার্গ পথ ধরে।
বারাণসী শ্রেষ্ঠী পুত্র যশ নামে ছিল,
বুদ্ধের দেশনা শুনি প্রবজিত হল।
যশের চুয়ান্ন জন বন্ধু ছিল তার,
যশ সঙ্গে প্রবজিত হইল সবার।
যশ পিতা, মাতা, পত্নী, বন্ধুগণ,
বুদ্ধের নিকটে দীক্ষা করিল গ্রহণ।

সেই হতে ভিক্ষু সঙ্ঘ হইল গঠন,
চারিদিকে ভিক্ষুগণ করিল প্রেরণ।
বহু জন হিতসুখ মঙ্গল কারণ,
ভগবান আদেশিল ভিক্ষুসঙ্ঘগণ,
চারিদিকে বিচরণ কর এইবার,
বুদ্ধের দেশনা কথা করহ প্রচার।
সদ্ধর্ম্ম প্রচার লাগি শ্রীবুদ্ধ তখন,
মগধের রাজগৃহে করিল গমন।
মহারাজা বিম্বিসার মগধের পতি,
বুদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষা নিল করি শ্রদ্ধা ভক্তি।
রাজগৃহে বেনুবন বিহার নির্ম্মিল,
বিম্বিসার রাজা তাহা বুদ্ধে দান দিল।
সারিপুত্র, মোগ্‌গল্ল্যান দুই বন্ধু ছিল,
বুদ্ধের নিকটে এসে প্রবজিত হল।
শুদ্ধোধন বুদ্ধবার্তা শুনিল যখন,
বুদ্ধে দেশে নিতে দূত করিল প্রেরণ।
কালুদায়ী অমাত্যকে পাঠাইল যদি,
প্রবজিত হল তথা হেরি বুদ্ধ ঋদ্ধি।
আকাশ মার্গে শ্রীবুদ্ধকে কপিল পুরী নিল,
বুদ্ধপুত্র রাহুলাকে দীক্ষিত করিল।
পিতা শুদ্ধোধনে দীক্ষা দিল ভগবান,
কপিলপুরী শাক্যগণে দিল দীক্ষা দান।
আনন্দ, অনিরুদ্ধ রাজপুত্রগণ,
প্রথমে নাপিত উপালীকে তখন।
দীক্ষা দিয়ে করিল সম্মান ভগবান,
শাক্যগণ ভুলে যেন জাত অভিমান।

শাক্যকুল নারী গৌতমী ও গোপা আর,
ভিক্ষুণী করিল বুদ্ধ ধর্ম্মেতে তাহার।
নিগ্রোধা আরাম করি বিহার নির্ম্মাণ,
শুদ্ধোধন মহারাজা বুদ্ধে দিল দান।
নিগ্রোধা আরাম যেই কপিল নগরে,
শ্রীবুদ্ধকে গৌতমী চীবর দান করে।
গৌতমীর অনুরোধে বুদ্ধ ভগবান,
ভিক্ষুনী করিতে দিল অনুমতি দান।
সুদত্ত অনাথ পিণ্ড শ্রেষ্ঠী এক ছিল,
বুদ্ধ কাছে ধর্ম্ম শুনি শ্রোতাপন্ন হল।
চুয়ান্ন কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করি তার,
শ্রীবুদ্ধকে দান দিল মহাজেতবন বিহার।
মহাপূণ্যবতী বিশাখা শ্রাবস্তী নগরে,
পূর্ব্বারাম বিহার নির্ম্মি বুদ্ধে দান করে।
বিশাখার পিতামহ মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী ছিল,
জন্মকালে নিধিকুম্ভ উৎপন্ন হইল।
যাহা চায় তাহা পায় অফুরন্ত ধন,
মেণ্ডকের পূর্ব্ব জন্মে পূণ্যের কারণ।
পূর্ব্ব জন্মে ধর্ম্মশালা করিয়া নির্ম্মাণ,
সেই ধর্ম্মশালা বুদ্ধে করেছিল দান।
সেই পূণ্যে ইহ জন্মে মহাধনবান,
শ্রাবস্তীতে শ্রেষ্ঠী তাহার সমান।
নানাস্থানে বুদ্ধদেব করিয়া গমন,
শ্রীবুদ্ধের অমৃত ধর্ম্ম প্রচারে তখন।
মহারাজ প্রমেনাদি কুশল রাজন,
বুদ্ধের অমৃত ধর্ম্ম করিল গ্রহণ।

ষোলজন পদর রাজা ধনী শ্রেষ্ঠীগণ,
বুদ্ধের অমৃত ধর্ম্ম করিল গ্রহণ।
মগধ, কুশল আর অবন্তী, শ্রাবস্তী,
কাশী, বারানসী, বৈশালীর নরপতি।
উজ্জয়িনী, দন্তপুর যত রাজাগণ,
বুদ্ধের নির্বাণ ধর্ম্ম করিল গ্রহণ।
মহারাজা প্রসেনাদি কুশল নৃমণি,
অসদৃশ মহাদান করিলেন তিনি।
এক বুদ্ধ কালে মাত্র পায় একবার,
এক বুদ্ধ দুইবার নাহি পায় আর।
বুদ্ধের সেবক ছিল আনন্দ প্রধান,
দুই অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র, মৌগ্‌গল্যান।
লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলী যে মহাপুণ্যবান,
অশীতি শ্রাবক সঙ্ঘে কাশ্যপ প্রধান।
দস্যু অঙ্গুলী মালা প্রবজিত তবে,
বুদ্ধে দেশনা শুনি অরহত লভে।
সারি পুত্র ছিল তার দেশনায় প্রধান,
মহা মৌগ্‌গল্ল্যান ছিল মহা ঋদ্ধিবান।
খেমা, উৎপলবর্ণা, অগ্র শ্রাবিকা ছিল,
গৌতমী ভিক্ষুনী সঙ্ঘ গঠন করিল।
মহা উপাসিকা বিশাখা মহা পুণ্যবতী,
গৃহী উপাসক দাতা অনাথ পিণ্ড শ্রেষ্টি।
অমৃত নির্বান ধর্ম্ম শ্রীবুদ্ধ প্রচারে,
কোটি কোটি জীবগণ মুক্তি লাভ করে।
তথাগত শাস্তাবুদ্ধ দুই বাণী তার,
চারি আর্য্য সত্যধর্ম্ম প্রথমে প্রচার।

আৰ্য্য অষ্ট মার্গ পথ করে প্রদর্শন,
পঞ্চ শিষ্যে করে তার ধর্ম্ম চক্র প্রবর্তন।
চারি আর্য্য সত্য কথা দেশনা তাহার,
জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, দুঃখ পারাবার।
প্রিয় বিয়োগ ও অপ্রিয় সংযোগ যত,
পঞ্চ স্কন্ধ দুঃখ ভবে ভুগে অবিরত।
সমুদয় দুঃখ সদা ভব পারাবার,
তৃষ্ণা হেতু ভুগে জীব জন্মি এ সংসার।
দুঃখ নিরোধের তার উপায় এখন,
আর্য্য অষ্ট মার্গ পথে চল সাধুগণ।
আর্য্য অষ্ট মার্গ পথ করহ গ্রহণ,
সত্য দৃষ্টি, সত্য সংকল্প আর সত্য বচন।
সত্য কর্ম্ম, সত্য আজীব, সত্য ব্যায়াম কর,
সত্য স্মৃতি, সত্য সমাধি এই পথ ধরে।
দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ এ ধরায়,
আর্য্য অষ্ট মার্গ পথ মুক্তির উপায়।
দ্বিতীয়েতে ত্রিলক্ষণ দেশনা করিল,
পঞ্চ শিষ্য শুনে ইহা অরহত হল।
অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ত্রিলক্ষণ সার,
নিত্য কিছু নাই জান এভব সংসার।
জন্ম, জরা, ব্যাধি মৃত্যু সব দুঃখ ভবে,
ভব চক্রে দুঃখ কভূ শেষ নাহি হবে।
অনাত্ম যে অনর্থক কিছু নাহি সার,
মুর্খগণ বলে শুধু আমার আমার।
শ্রীবুদ্ধের দুই বাণী প্রচারে তখন,
অমৃত দেশনা শুনি নরনারী গণ।

কেহ স্রোতাপত্তি, কেহ সকৃদাগামী আর,
কেহ অনাগামী, কেহ অরহত্ত্ব সার।
লভিবেন কোটি কোটি নরনারীগণ,
বুদ্ধের দেশনা বাণী করিয়া শ্রবন।
রাজ বৈদ্য জীবক পরম ভক্ত হল,
শ্রীবুদ্ধের সেবা যত্নে চিকিৎসা করিল।
অজাত শত্রু যে, পরে মগদ রাজন,
বুদ্ধের পরম ভক্ত হইল তখন।
কপিলবস্তু নগরেতে শাক্য রাজ্য ছিল,
শাক্য বংশে বুদ্ধদেব জনম লইল।
ষোল বর্ষে হল বিবাহ বন্ধন,
ত্রয়োদশ বর্ষ গৃহে রহিল তখন।
ঊনত্রিশ বৎসরে গৃহ সংসার ত্যাগিল,
ছয় বর্ষ বোধিদ্রুমে তপস্যা করিল।
পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধর্ম্ম করিল প্রচার,
অসংখ্য হইল মুক্ত ভব কারাগার।
বৈশালী হতে মল্লদেশে করিল গমন,
সেবক আনন্দ সঙ্গে সহ শিষ্যগণ।
ভগবান বলিলেন. শুন ভিক্ষুগণ,
বুদ্ধের অন্তিম বাণী করহ শ্রবন।
নির্ব্বানের ধর্ম্ম সদা সাধন করিবে,
ভিক্ষুগণ ধ্যান মার্গে জাগ্রত থাকিবে।
একতা থাকিবে সদা ভিক্ষুসঙ্ঘগণ,
জ্যেষ্ঠ প্রতি সম্মান সদা কর প্রদর্শন।
নারীজাতি মাতৃসম সদা কর জ্ঞান,
কায়, মন, বাক্য দ্বারা রাখ সাবধান।

ভগবান বলিলেন শুন ভিক্ষুগণ,
যতদিন মমধর্ম্ম কর আচরণ।
যতদিন বুদ্ধবানী করিবে প্রচার,
ততকাল স্থিতি রবে শাসন আমার।
অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান ও নামরূপ,
ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, স্তুপ।
উপাদান, ভব, জন্ম, জরা মরণাদি আর,
এই হল সংসার চক্র দ্বাদশ প্রকার।
অবিদ্যা বা মোহ হতে—জীব সত্ত্ব যত,
একত্রিশ ভূবন চক্রে ঘুরে অবিরত।
কুশল ধর্ম্মের চিন্তা কর ভিক্ষুগণ,
শীল, সমাধি, প্রজ্ঞাঅস্ত্রে করহ ছেদন।
দান, শীল, ভাবনাদি কর আচরণ,
অকুশল কর্ম্ম সদা করহ বর্জন।
প্রাণী হত্যা, চুরি, আর মিথ্যা কামাচার,
মিথ্যা বাক্য, নেশা দ্রব্য কর পরিহার।
গৃহীগণ পঞ্চশীল করহ পালন,
অষ্টশীল, দশ শীল, উপাসকগণ॥
কুশল ও অকুশল করিয়া বিচার,
নির্বান পথের যাত্রী হও আগুয়ার।
আশি বৎসর বুদ্ধ হল আয়ুষ্কাল,
জরায় বার্দ্ধক্য দেহ পূর্ণ হল কাল।
বৈশালী চাপাল চৈত্যে গিয়ে ভগবন,
নির্ব্বান যাইবে কবে বলিল তখন।
মাঘী পূর্ণিমাতে তাহা ঘোষণা করিল,
মহা পরিনির্ব্বাণ কথা শ্রীবুদ্ধ বলিল।
কুশীনারা মল্লরাজ্যে করিল গমন,
বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি সময়ে তখন।
শালতরু বনে গিয়ে প্রভু ভগবান,
আকাশ অনন্ত ধ্যানে লভিল নির্ব্বান।

অনিত্য সংস্কার ধর্ম্ম জন্ম মৃত্যু তার,
নির্ব্বান লভিলে শান্তি জন্ম নাহি আর।
তথাগত শাস্তা প্রভু বুদ্ধ ভগবান,
বৈশাখী পূর্ণিমা যদি লভিল নির্ব্বান।
বুদ্ধ দীপ নিভে গেল ভবে অন্ধকার,
এইবার মার রাজ্য করিবে বিস্তার।
মল্লরাজগণ বার্তা শুনিল যখন,
মহা সমারোহে বুদ্ধে পূজিল তখন।
দেব-ব্রহ্ম সবে এসে বুদ্ধে পূজা করে,
রেশমী কৌসিক বস্ত্রে মর দেহ বেড়ে।
চক্রবর্ত্তী রাজাগণে সৎকার যেমন,
পুষ্পরথে বুদ্ধ দেহ করিল স্থাপন।
সুগন্ধি চন্দন কাঠে চিতা সাজাইল,
বহু চেষ্টা করি চিতা অগ্নি না জ্বলিল।
মহাকাশ্যপ পাবা থাকি শুনিল যখন,
কুশীনারা মল্লরাজ্যে করে আগমন।
কাশ্যপ আসিয়া বুদ্ধে যখন পূজিল,
বুদ্ধ পদ শিরোপরে স্পর্শ করিল।
তখনই চিতানল আকাশে উঠিল,
সম্পূর্ণ জ্বলিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত হল।
দন্ত ধাতু, অস্থি ধাতু, মাত্র অবশিষ্ট,
বুদ্ধ ধাতু বাদে সব হল ভস্মীভূত।
ধাতু লাগি কাড়া কাড়ি করে রাজাগণ,
দ্রোন ব্রাহ্মণ সে ধাতু করিল বণ্টন।
অজাত শত্রু ধাতু চৈত্য করিয়া নির্ম্মাণ,
অস্থি ধাতু, দন্ত ধাতু করিল নিধান।
মহাকাশ্যপ স্থবির করিল চিন্তন,
রক্ষা করিব আমি বুদ্ধের শাসন।
মহারাজ অজাত শত্রু নিকটে তখন,
জানাইল রক্ষা কল্পে বুদ্ধের শাসন।

বুদ্ধ প্রতি অজাত শত্রু অতি শ্রদ্ধাবান,
সপ্তপনী গুহা এক করিল নির্ম্মাণ।
বুদ্ধের শাসন রক্ষা করিতে তখন,
পঞ্চশত অরহত ভিক্ষু সঙ্ঘগণ।
গুহা মধ্যে পঞ্চশত অরহত লয়ে,
প্রথম সঙ্গীতি তবে করে সে সময়ে।
মহাকাশ্য পথের করে সংগায়ন,
বুদ্ধের দেশনা ধর্ম্ম বুদ্ধের শাসন।
বিনয় সূত্র অভিধর্ম্ম ত্রিপিটক সার,
সংগায়নে বুদ্ধবাণী হইল প্রচার।
দুইশত আঠার বৎসর যদি গত হলে,
চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মাশোক হল মহীতলে।
চুরাশী হাজার রাজ্য সব রাজাগণ,
অশোকের অধীনস্থ ছিলেন তখন।
পূর্ব জন্মে পূণ্য ফলে চক্রবর্ত্তী রাজা,
চুরাশী হাজার রাজ্যে সব তার প্রজা।
তার পিতা বিন্দুসার মহাভাগ্যবান,
ষাট হাজার ব্রাহ্মণের নিত্য দিত দান।
নিগ্রোধ শ্রমণে যদি আশোক রাজন,
একদা প্রাসাদ হতে করিল দর্শন।
স্থির ধীর সাম্য মূর্ত্তি যখন হেরিল,
তার কাছে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।
বুদ্ধ, ধর্ম্ম সঙ্ঘ প্রতি হল শ্রদ্ধাবান,
ষাট হাজার ভিক্ষু সঙ্ঘে নিত্য করে দান।
অজাত শত্রু বুদ্ধ ধাতু নিহিত করিল,
ধর্ম্মাশোক বুদ্ধ ধাতু সন্ধানী তুলিল।
চুরাশী হাজার স্তুপ করিয়া নিৰ্ম্মাণ,
প্রতি স্তুপে বুদ্ধধাতু করিল নিধান।
মন্দির ও গুহা করে চুরাশি হাজার।
চুরাশী হাজার রাজ্যে নিৰ্ম্মিয়া বিহার।

ভিক্ষুসঙ্ঘ গনে তাহা করিলেন দান,
বুদ্ধকালে দাতা নাই তাহার সমান।
বুদ্ধের শাসনে নিজ পুত্র কন্যা দান,
মহেন্দ্র ও সঙ্ঘ মিত্রা নিল দীক্ষা দান।
ভিক্ষু ধর্ম্মে যবে দিনে কল্লিল গ্রহণ,
মার্গফল লাভ করে অরহত হল।
মহাবোধি পালঙ্কেতে বসি ভগবান,
সম্যক সম্বুদ্ধ হল লভি বোধি জ্ঞান।
পাঁচ হাজার বৎসর রবে গৌতম শাসন,
গৌতম শাসন শেষ হইবে যখন।
বুদ্ধধাতু, বুদ্ধমূর্তি যত আছে ভবে,
মহাবোধি পালঙ্কেতে একত্রিত হবে।
বোধিদ্রুমে বুদ্ধলীলা প্রকাশ করিবে,
কোটি কোটি দেব ব্রহ্ম আসিয়া পূজিবে।
বুদ্ধের অন্তিম লীলা বোধিদ্রুম মূলে,
দেখিবেনা কভু ইহা মনুষ্য সকলে।
বুদ্ধগণ মহাপ্রভা করিয়া দর্শন,
পূজা করিবেন কোটি দেব ব্রহ্মগণ।
বুদ্ধ ধাতু, বুদ্ধ মূর্ত্তি, লীলা অবসান,
তেজ ধাতু জ্বলি উঠি লভিবে নির্বান।
মহাবোধি পালঙ্ক লুপ্ত হয়ে যাবে,
সে সময়ে ধরাধামে বুদ্ধ শূন্য হবে।
পাপে নর আয়ু কমিবে তখন,
দশ বৎসর হবে আয়ু পরে নরগণ।
দশ বর্ষ হতে আয়ু ক্রমশঃ বাড়িবে,
ক্রমেতে অসংখ্য বেড়ে নর আয়ু হবে।
অসংখ্য হইতে কমে যাইবে তখন,
আশি হাজার বৎসর আয়ু হবে নরগণ।
সে সময়ে আর্য্য মৈত্রী বুদ্ধ হবে ভবে,
অসংখ্যেয় প্রাণগণ মুক্ত হবে তবে।

আর্য্য মৈত্রী বুদ্ধে যারা করিবে দর্শন,
নিশ্চয় পাইবে মুক্তি ভবের বন্ধন।
গৌতম শাসন প্রতি যারা শ্রদ্ধাবান,
আর্য্য মৈত্র বুদ্ধে লাভ পাবে পূণ্যবান।
বহু কল্প করি তিনি পারামী পূরণ,
আর্য্য মৈত্রী বুদ্ধ রাজা হইবে তখন।
আর্য্য মৈত্রী বুদ্ধ কালে অভাব নাহি ভবে
ধনধান্যে পরিপূর্ণ এ পৃথিবী হবে।
নিজে কিংবা নিজ পুত্রে প্রব্রজ্যা প্রদানে,
অথবা পরের ছেলে শ্রীবুদ্ধ শাসনে।
বুদ্ধের শাসন রক্ষী ভিক্ষু সঙ্ঘগণে,
খাদ্য ভোজ্য চীবরাদি ভক্তি শ্রদ্ধা দানে।
চতুর্দ্দেশ্যে বিহারাদি যেবা করে দান,
বোধিবৃক্ষ রোপি যারা পূজে ভগবান।
বিশুদ্ধ পানীয় জল কূপ করে দান,
পুষ্করিণী সেতু রাস্তা দেয় শ্রদ্ধা ভবে।
পঞ্চশীল, অষ্টশীল যে করে পালন
ভক্তি সেবা করে যদি কুল জ্যৈষ্ঠগণ।
ধর্ম্ম শালা পুল সেতু করিয়া নির্ম্মাণ,
ভিক্ষু সঙ্ঘে চতু পত্যয় যেবা করে দান।
কঠিন চীবর দান আর সঙ্ঘ দান দিলে,
আর্য্যমৈত্রী বুদ্ধে লাভ প্রার্থনা করিলে।
দান শীল, ভাবনাদ্দ করে যেই জন,
আর্য্য মৈত্রী বুদ্ধে সেই পাবে দরশন।
তম-তম্ পরায়ন মোহ অন্ধকারে
রহে যারা, মুক্ত নাই এভব সংসারে।
তম জ্যোতিঃ পরায়ান নর-নারীগণ,
জ্যোতিঃ জ্যোতিঃ পরায়ন হও জ্ঞানীগণ।
রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ স্পর্শের কারণ,
নর-নারী ভবে সদা আকুলিত মন।

কামনা বাসনা সাধু কর পরিহার,
মুক্তি পেতে কর চেষ্টা ভব কারাগার।
জ্যোতি তম পরায়ন না হইবে আর,
মোহ ঘুরে ভব চক্রে নাহিক উদ্ধার।
আর্য্য মৈত্রী বুদ্ধে সাধু করিতে দর্শন,
সাধনা করহে ভবে হয়ে ভক্তি মন।
রাজস্থলী বিহারেতে ভিক্ষু শান্ত জ্যোতিঃ
দেবতার প্রভাবেতে পেয়ে বুদ্ধ মূর্ত্তি।
শান্ত জ্যোতিঃ ভিক্ষুদায়ক দায়িকা মিলে,
বুদ্ধের আসন এক নির্ম্মিল সকলে।
মহাবোধি পালঙ্কের করিয়া স্মরণ,
বার্মাদেশী কারিগরে নির্ম্মিল আসন।
পঞ্চ দশ সহস্র টাকা তাতে ব্যয় হল,
যত কাঠ লাগিয়াছে দায়কগণে দিল।
তেরশত উনানব্বই বাংলা সন,
রাজস্থলী বিহারেতে করে বুদ্ধাসন।
ভক্তি ভাবে বুদ্ধাসন করিয়া নির্ম্মান,
দায়ক দায়িকা মিলে করিলেন দান।
মহাবোধি পালঙ্ক কথা হয়ে ভক্তি অতি,
পুস্তক প্রকাশ করে ভিক্ষু শান্তজ্যোতি।
মহাবোধি পালঙ্ক করিয়া রচনা,
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র করি এ প্রার্থনা।
এই পূন্যে আশা মন হউক পূরণ,
আর্য্য মৈত্রী বুদ্ধে যেন পাই দরশন।

রাজস্থলী মৈত্রী বিহার
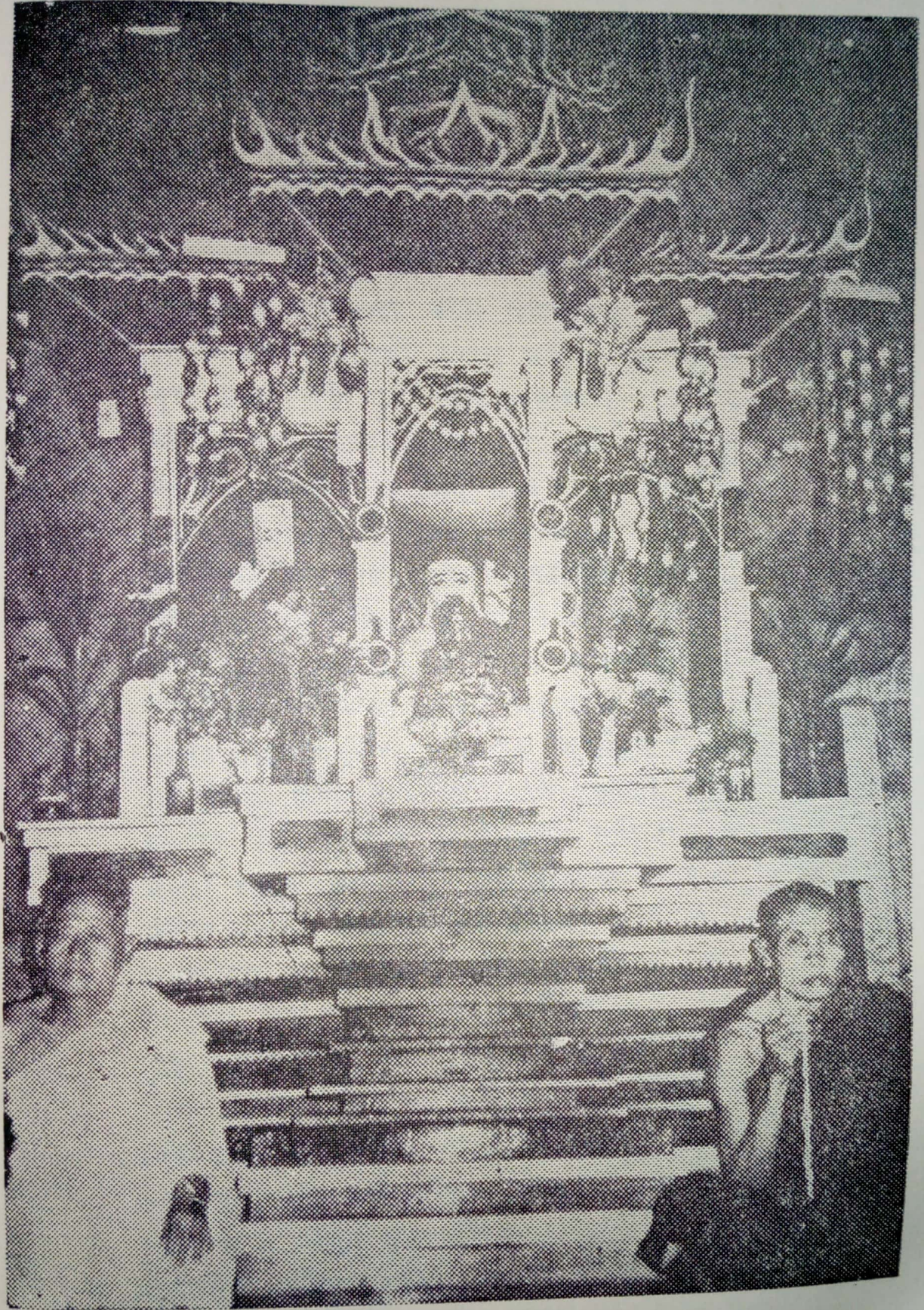
ডাকঘর ঃ রাজস্থলী, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম।

কুলপুত্র নন্দিয় কথা

বারাণসী রাজ্যে যবে ছিল ভগবান,
ঋষিপতন মৃগ দায়ে করে অবস্থান।
সে সময়ে বারাণসী নগরে তখন,
বুদ্ধ ভক্ত শ্রেষ্ঠী পুত্র ছিল একজন।
নন্দিয় তাহার নাম—শ্রদ্ধাবান অতি,
সঙ্ঘের সেবক ছিল সেই দান পতি।
প্রসন্ন দায়ক তিনি ছিল উপাসক,
শ্রদ্ধাবান, শীলবান, সঙ্ঘের সেবক।
পিতা মাতা ভক্তি করে শ্রেষ্ঠীর নন্দন,
তার লাগি পাত্রী মাতা করে অন্বেষণ।
নন্দিয় মাতুল কন্যা রেবতী নামেতে,
মাতা চাহে বধূরূপে তাহাকে আনিতে।
শ্রদ্ধাহীনা, ভক্তিহীনা, কিন্তু সে রেবতী,
অদাতা সে অপ্রসন্না নারী ক্রোর মূর্তি।
মাতা ইচ্ছা রেবতীকে—ঘরে আনয়ন,
নন্দিয় সম্মতি নাই ইহার কারণ।
রেবতীকে ডাকি আনি নন্দিয় জননী,
উপদেশ দিল তবে রেবতীকে তিনি।
গৃহে নিত্য ভিক্ষু শঙ্ঘ করে আগমন,
ভিক্ষু শঙ্ঘের সেবা যত্ন করিবে এখন।
ভক্তি শ্রদ্ধা ভিক্ষু শঙ্ঘে যতনে করিবে,
তব সেবা যত্ন কর্ম্ম নন্দিয় দেখিবে।
ভাল মতে সেবা যত্ন করিবে সদায়,
মনোনীত করিবেন নন্দিয় তোমায়।
মাতা উপদেশ মতে রেবতী তখন,
ভিক্ষু সঙ্ঘগণে করে সেবা ও যতন।

ভিক্ষু সঙ্ঘে দেয় তিনি বসিতে আসন,
বন্দনা করেন তবে রেবতী তখন।
পাত্র ধৌত করি দেয় যতন করিয়া,
পানীয় শীতল জল দেন ছাঁকি দিয়া।
যেই ঘরে ভিক্ষু সঙ্ঘ বসিবে আসন,
সে ঘর গোময় দিয়ে করেন লেপন।
পিতা মাতা কথা মত রেবতী করিল,
নন্দিয় সমস্ত তাহা স্বচক্ষে দেখিল।
নন্দিয় জননী তবে নন্দিয়ে তখন,
রেবতীর গুণ (গাথা) পনা করিল বর্ণন।
জননীর কথা যদি নন্দিয় শুনিল,
রেবতীকে বিয়ে করা সম্মত হইল।
শুভ দিনে নন্দিয় ও রেবতী তখন,
উভয়ের হয়ে গেল বিবাহ বন্ধন।
অতঃপর রেবতীকে— নন্দিয় বলিল,
মম উপদেশ মতে যদি তুমি চল।
ভিক্ষু সঙ্ঘ গণে সেবা কর ভক্তি মনে,
মম পিতা মাতা সেবা কর গুরু জনে।
ভিক্ষু সঙ্ঘ-পিতা মাতা যতনে সেবিবে,
তবে এই গৃহে বাস করিতে পারিবে।
এই গৃহে থাক যদি হও সাবধান,
দান ধর্ম্ম কর সদা হও শীলবান।
নন্দিয়ের উপদেশ-রেবতী মানিল,
করিব বলিয়া তিনি স্বীকার করিল।
শ্রদ্ধাবতীর ন্যায় যে স্বামী আজ্ঞা মত,
এই রূপে কিছু কাল হয়ে গেল গত।
রেবতী যে স্বামী ঘরে কালক্রমে তিনি
কালে দুই সন্তানের হইল জননী।
নন্দিয়ের মাতা পিতা পরলোকে গেল,
সর্ব্বময়ী কর্ত্রী গৃহে—রেবতী হইল।

নন্দিয় ও দানপতি হইল তখন,
নিত্য গৃহে ভিক্ষু সঙ্ঘ করায় ভোজন।
দীন দুঃখী লাগি অন্ন গৃহে পাক করে,
প্রতিদিন দানদেয় দীন কাঙ্গালেরে।
ঋষি পতনে মহাবিহার চারিস্তরে,
মঞ্চ পীঠ সাজায়ে, প্রতি মণ্ডিত করে।
সুন্দর বিহার এক করিল নির্ম্মাণ,
শ্রীবুদ্ধ ও ভিক্ষু সঙ্ঘে করিলেন দান।
বুদ্ধ হস্তে জল টানি নন্দিয় তখন,
মহাদান সহকারে বিহার অর্পন।
বিহার দান সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে তখন,
সুন্দর প্রাসাদ এক উৎপন্ন যে-হন।
দীর্ঘ প্রস্থে সে বিমান দ্বাদশ যোজন,
উচ্চতা যোজন শত উজ্জল বরণ।
সপ্ত রত্নময় সেই প্রাসাদ গঠন,
সহস্র অপ্সরাবালা প্রাসাদে তখন।
নন্দিয় লাগিয়া স্বর্গে উঠিল বিমান,
মর্ত্ত্যোতে নন্দিয় যবে করে বিহার দান।
একদিন আয়ুষ্মান মহা মোগ্‌ল্লান,
দেবলোকে গিয়া তিনি করে বিচরণ।
নন্দিয় লাগি যে স্বর্গে-প্রাসাদ উঠিল,
সুন্দর বিমান তাহা দেখিতে পাইল।
বিমানেতে অপ্সরাগণ দেখিল যখন,
আয়ুষ্মান মহামোগল্লান করে জিজ্ঞাসন।
কাহার বিমান ইহা এমন সুন্দর,
সপ্তরত্নে ঝলমল করে অতঃপর।
দেববালাগণ আসি বন্দনা করিয়া,
উত্তরিল এ বিমান নন্দিয় লাগিয়া।
প্রাসাদ মালিক প্রভূ রয়েছে মর্ত্ত্যোতে,
রহিয়াছি সবে মোরা তাঁর অপেক্ষাতে।

মর্ত্ত্য লোকে আছে প্রভূ-যেই পূণ্যবান,
তাহাকে অপেক্ষা করি মোরা অবস্থান।
মহামোগল্লানে বলে দেবধীতাগণ,
প্রভূ! তব কাছে করি এই নিবেদন।
নন্দিয়ে অপেক্ষা করি রয়েছি বিমানে,
কখন আসিবে তিনি চাহি পথপানে।
অতি শীঘ্র আসিবারে বলুন তাহাকে,
উৎকণ্ঠিতা চিত্তে রহি তাঁর পথ দিকে।
কখন আসিবে তিনি হইব মিলন,
শীঘ্র যেন দেবলোকে করে আগমন।
মৃত্তিকা ভোজন ভগ্ন করিয়া এখন,
স্বুবর্ণ ভোজন যেন করেন গ্রহণ।
বাড়ীর আত্মীয় যদি প্রবাসেতে যায়,
কখন আসিবে ফিরি-থাকে পথ চায়।
তেমন আমরা আছি চাহি পথ পানে,
এ বলিয়া নিবেদিল দেবধীতা গণে।
মহামোগল্লান করি স্বীকৃতি প্রদান,
দেবলোক হ'তে মর্ত্ত্যে করিল প্রস্থান।
চারি পরিষদে আর শ্রীবুদ্ধ সকাশে,
স্বর্গীয় বিমান কথা তখন প্রকাশে।
নন্দিয় বিহার দান মর্ত্তালোকে করে,
তাঁর জন্যে প্রাসাদ উঠিল স্বর্গপুরে।
ভগবান সমীপেতে কহে মোগল্লান,
নন্দিয় লাগিয়া স্বর্গে উৎপন্ন বিমান।
সপ্ত রত্নময় সেই বিমানে তখন,
অপেক্ষা করিয়া আছে দেব কন্যাগণ।
ভগবান বলিলেন শুন মোগল্লান,
স্বচক্ষে দেখিলে স্বর্গে নন্দিয় বিমান।
এ জগতে পূণ্য কর্ম্ম করে যেই জন,
পরলোকে সেই পূণ্য করিবে গ্রহণ।

আপন আত্মীয় যদি প্রবাসেতে যায়,
কখন আসিবে ফিরে ঘরে পথ চাই।
সেই রূপ পুণ্য বন্ধু চাহিয়া থাকিবে,
পুণ্যবানে পুণ্যবন্ধু গ্রহণ করিবে।
প্রবাসে আগত যেন মিত্র বন্ধুগণ,
বাড়ীতে আসিলে করে কতই যতন।
প্রবাসেতে নিরাপদে থাকি যবে ফিরে,
জ্ঞাতি বন্ধুগণে যে, অভিনন্দন করে।
সেই রূপে কৃতপুণ্য ইহকাল পরে,
প্রিয় জ্ঞাতি সম পুণ্য সমাদর করে।
নন্দিয় শুনিয়া তাহা আনন্দিত মন,
বিপুল ভাবেতে পুণ্য করেন তখন।
পুণ্যকর্ম্মে মনোযোগ করিয়া প্রদান,
নিত্যকরে ভক্তিভাবে ভিক্ষুসঙ্ঘে দান।
অনাথ কাঙ্গাল লাগি অন্নসত্র খোলে,
ব্যবসা ক্ষেত্রেতে যেতে রেবতীকে বলে।
যতদিন নাহি ফিরি-ভিক্ষুসঙ্ঘে দান,
অন্নসত্রে অনাথেরে নিত্য দিবে দান।
নির্ভুল ভাবেতে দান কর সম্পাদন,
কথায় স্বীকৃতি দিল রেবতী তখন।
নন্দিয়া ব্যবসাক্ষেত্রে যেইখানে যাই,
ভিক্ষুসঙ্ঘে নিত্য দান করেন সদাই।
অনাথ যাচকগণে সদাদেয় দান,
যথাশক্তি নন্দিয় যে করেন প্রদান।
বহুদূর হ'তে আমি ভিক্ষুসঙ্ঘ গণ,
নন্দিয়ের দান তারা করেন গ্রহণ।
নন্দিয় প্রবাসে গেলে রেবতী তখন,
কিছু দিন দান কার্য্য করি সম্পাদন।
অনাথের অন্নসত্র বন্ধ করি দিল,
নিকৃষ্ট তণ্ডুল অন্ন সঙ্ঘে প্রদানিল।

একমাত্র কাঞ্জী দিত অন্নের ব্যঞ্জন,
কোনমতে ভিক্ষুগণ করিত ভোজন।
ভোজনের শেষে ভিক্ষু করিলে প্রস্থান,
মৎস্য মাংস কাঁটা ফেলে রেবতী সেস্থান।
উচ্ছিষ্ট নিজের যত ফেলে বিছাইয়া,
প্রতিবেশীগণ ডাকি দেন দেখাইয়া।
দেখনা শ্রবণদের কর্ম্ম কি প্রকাশ,
শ্রদ্ধার প্রদত্ত বস্তু কি-বা ব্যবহার।
প্রতিবেশীগণে কত রেবতী বলিল,
নিজে কর্ম্ম করি পরে দোষ দেখাইল।
ব্যবসায়ে লাভবান নন্দিয়া হইল,
ধন উপার্জ্জন করি দেশেতে ফিরিল।
রেবতীর আচরণ শুনিল যখন,
গৃহ হতে বহিষ্কার করিল তখন।
নিজের গৃহেতে তবে প্রবেশ করিল,
শ্রীবুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘে মহাদান দিল।
দান ধর্ম্ম বহু মর্ত্ত্যে নন্দিয় করিল,
আয়ুক্ষয়ে দেবলোকে বিমান লভিল।
সহস্র অপ্সরা তথা নৃত্যগীতে কত,
নন্দিয়া লভিল দিব্য সুখ অবিরত।
চারিদিকে উজ্জ্বলিত নন্দিয় বিমান-
দিবাকর সম তাহা অতি জ্যোতিষ্মান।
ঝল মল করে সদা বর্ণ প্রভাস্বর,
কাঞ্চনের জালাচ্ছন্ন অতি মনোহর।
সুন্দরী অপ্সরাগণ বিমান ভিতরে,
দিব্যসুখে নন্দিয়কে প্রমোদিত করে।
রেবতী ভিক্ষুর লাগি গৃহে বহিষ্কার,
সে কারণে বিচরণ করিয়া এবার।
রেবতী আক্রোশ করে ভিক্ষুগণ প্রতি,
তিরস্কার গালা-গালি করেন রেবতী।

রেবতী অদানশীলা হীনা মতি অতি,
ক্রোর মতি সম্পন্না সে বড় পাপ মতি।
বৈশ্রবণ মহারাজ আদেশ করিল,
দুই জনে যক্ষে তিনি এ'কথা বলিল।
বারানসী নগরেতে করহ গমন,
ঘোষণা করিয়া দাও নগরে এখন।
সপ্তম দিবস পরে হীনা পাপ মতি,
জীবিত পতিত হবে-নরকে রেবতী।
আদেশ করিল যক্ষ দুই জন,
বারানসী নগরেতে করিল গমন।
বৈশ্রবণ আজ্ঞামতে ঘোষণা করিল,
ঘোষণা শুনিয়া লোকে অতি ভীত হ'ল।
রেবতী শুনিয়া উঠে প্রসাদ উপর,
দরজা বান্ধিয়া রহে ঘরের ভিতর।
সপ্তম দিবস পূর্ণ গত হয়ে গেল,
ভয়ঙ্কর দুই যক্ষ সেখানে আসিল।
প্রদীপ্ত কপিল কেশ-শশ্রু-মেঘবর্ণ,
বিরূপ নাসিকা চেপ্টা-চক্ষু রক্ত বর্ণ।
দেখিতে বীভৎস অতি দীর্ঘ দন্ত তার,
যক্ষের শরীর অতি ভীষণ আকার।
রেবতীকে দুই বাহু ধরিয়া তখন,
বাহির করিয়া যক্ষ দুই জন।
স্বর্গেতে দেখাল তবে নন্দিয় বিমান,
রেবতী জিজ্ঞাসে কার অতি জ্যোতিষ্মান।
নন্দিয় বিমান ইহা যক্ষেরা বলিল,
নন্দিয়ের ভার্য্যা আমি রেবতী কহিল।
স্বামীর বিমানে মম অধিকার আছে,
সেখানে রাখিয়া দাও বলে যক্ষ কাছে।
পাপীষ্ঠা রমনী তুমি—যক্ষেরা বলিল,
বিমানে থাকিতে তোর নাই পূণ্যবল।

মৎসরী ক্রোধী ও পাপী স্বর্গে নাই স্থান,
পূণ্যবান দানপতি লভে এ বিমান।
মহা পাপী নারী তুমি তাই সে কারণ,
তোমাকে রাখিয়া দিব নরকে এখন।
এ বলিয়া যক্ষদ্বয় অন্তর্হিত হল,
ভয়ঙ্কর যম দূত দুইজন আসিল।
রেবতীকে আকর্ষণ করিয়া তখন,
সংসবক নরকেতে করে নিক্ষেপন।
বহু অনুতাপ কত রেবতী করিল,
নরক যন্ত্রনা তিনি ভুগিতে লাগিল।
শ্রেষ্ঠী পুত্র নন্দিয় যে বড় পূণ্যবান,
পূণ্য হেতু লভিবেন স্বর্গেতে বিমান।
কুশল ও অকুশ যেবা-যেই কর্ম্ম করে,
নিশ্চয় ভূগিতে হবে সে ফল সংসারে।
পাপের কারণে গেল নরকে রেবতী,
পূণ্য হেতু নন্দিয় যে স্বর্গে হল গতি।
কুশল কর্ম্মেতে জান স্বর্গে সুখ পায়,
অকুশল কর্ম্মে লোকে নরকেতে যায়।
কর্ম্ম যোনি, কর্ম্ম বন্ধু, কর্ম্মই শরণ,
যেই কর্ম্ম করে ভবে ভূগে নরগণ।
কর্ম্ম ফলে সুখ, দুঃখ এ ভব সংসারে,
একত্রিশ ভুবন চক্রে কর্ম্ম লয়ে ঘুরে।
কুশল কর্ম্মতে থাকি তৃষ্ণা কর ক্ষয়,
ভব দুঃখ হতে মুক্তি পাইবে নিশ্চয়।
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র রচে ভাষায় পয়ার,
এই পূন্যে পাই মুক্তি ভব কারাগার।
বুদ্ধের দেশনা কথা অমৃত সমান,
একা মনে ভক্তিভাবে শুনে পূণ্যবান।

—— ০ ——